দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 4.1.1.80 ... ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

এই অন্ধকার দূর করতে হবে—

জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির মূলশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। অশিক্ষা আর অজ্ঞানতা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সে দৃষ্টিতে উন্নতির সঠিক পথ চিনে নেয়া দুরূহ হয়ে ওঠারই সম্ভাবনা। সে জন্যেই জাতীয় অগ্রগতিকে নিশ্চিত করতে হলে, ত্বরান্বিত করতে চাইলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। দেশের প্রতিটি মানুষকে সাক্ষর করে তুলতে হবে। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে।

এবছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান উদ্বোধন করেন। সেই থেকে দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূর করার প্রয়াস চলেছে। সম্প্রতি ময়মনসিংহ সফরকালে কিশোরগঞ্জের এক জনসভায় ভাষণ দেবার সময় প্রেসিডেন্ট বলেন, গণসাক্ষরতা অভিযান সফল না হলে জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে যে বিপ্লব পরিচালিত হচ্ছে তা সফল হবে না। তিনি এই অভিযানে জনগণকে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের জন্যে আহবান জানিয়েছেন।

আমাদের জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে গৃহীত অনেক পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা বাধা হতে দেখেছি আমরা। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিবার-পরিকল্পনার কথাই উল্লেখ করা যায়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আমাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার পক্ষে একান্ত জরুরী। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এ জন্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। কারণ শিক্ষার সংস্পর্শেই সচেতনার জন্ম। শুধু সচেতনতার অভাবই নয়। শিক্ষার অভাব কুসংস্কার আর অজ্ঞানতা বিস্তার করে। অশিক্ষা আর অজ্ঞানতার কারাগারে বন্দী হয়ে আছে আমাদের সমাজের একটা অংশ। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। উন্নয়ন আর অগ্রগতির পথে যে কোন উদ্যোগের সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে এই অজ্ঞানতার বন্দীত্ব থেকে আগে মুক্ত করতে হবে সমাজকে।

অশিক্ষা অজ্ঞানতা আর কুসংস্কার বহুদিন থেকে আমাদের সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এর থেকে মুক্তি পাবার প্রয়াসও এ পর্যন্ত বেশী দূর এগোয়নি। এখনও দেশের পাঁচ কোটি লোক নিরক্ষর। আমাদের দেশে নিরক্ষরতা মোচনের কাজ সহজসাধ্য হবে না এ কথা সবাই বোঝেন। এই উপলব্ধির আলোকেই আমাদের এ অভিযানের জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। নিরক্ষর লোককে অক্ষর জ্ঞান দেবার জন্যে সরকার ক্রাশ প্রোগ্রাম নিয়েছেন। এ জন্যে চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানা গেছে। ১৯৫৮ সালের মধ্যে দেশের একজন লোকও নিরক্ষর থাকবেন না আশা করা হচ্ছে। এ আশা পূর্ণ হলে আমাদের জাতীয় অগ্রগতির পথের একটি প্রধান বাধা অপসারিত হবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

জনসাধারণ একাজে সক্রিয় সহযোগিতা করবেন আমরা এ আশা করবো। এ অভিযান জাতির স্বার্থে। সবার স্বার্থে। শিশু, বয়স্ক, মহিলা সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এ অভিযানকে জয়যুক্ত করে সবার জন্যে এক সুন্দর পথের দিশা তুলে ধরতে হবে।